তন্ত্রী।

(প্রথম উচ্ছ্বাস)

সদানন্দ।

[মূল্য আট আনা।

প্রার্থনা।

আসাবরি—একতালা।

কর দেব, আশীর্ব্বাদ ঐ পুণ্যধাম হতে,
যথায় করিছ বাস আপন সখা সাথে।
ধন্য তুমি হে পুণ্যকাম ! গেছ মোক্ষধাম,
ধন্য করি এ বঙ্গভূমি—গেয়ে ব্রহ্মনাম।
ক্ষিতি সাথে কালীকে এক টানে টেনেছিলে,
তার ফলে তন্ত্রী আজি যাচ্চে তোমার কোলে।
লহ দেব দয়া করে আপন হাতে তুলে,
পার যদি দিও ফেলে তাঁর চরণ-তলে।

উৎসর্গপত্র।

যিনি অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে আমার নিকট স্বপ্নে উপস্থিত হইয়া আমাকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন; যাঁহাকে আমি ঐ ঘটনার তেরো-চৌদ্দ বৎসর পরে প্রথম দেখিয়া সেই স্বপ্নদৃষ্ট গুরুদেব বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলাম; যিনি আমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন; যিনি আমাকে তাঁহার প্রিয়তম ব্রহ্মপরায়ণ পৌত্র শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত এক সূত্রে গাঁথিয়া দিয়াছিলেন। সেই পরলোকগত মহর্ষিদেবের উদ্দেশে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি গুরুদক্ষিণারূপে উৎসর্গীকৃত হইল।

নিবেদন।

বন্ধুগণের একান্ত অনুরোধে এই গানগুলি ছাপিতে হইল। সঙ্গীতশাস্ত্রে আমি একটি গণ্ডমূর্খ। গান বুঝিও না, শিখিও নাই, জানি না এবং শুনিবারও বড় সুবিধা হয় নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটি প্রচলিত গান ছাড়া অন্য বাংলা বা হিন্দি গান কখনও পড়িবার বা শুনিবার সুযোগ হয় নাই। কবিতা সম্বন্ধেও আমার বিদ্যা সেইরূপ। এমন কি, কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের গানগুলিও কখনও ভাল করিয়া দেখি নাই। সুতরাং একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। গত কয়েক মাস হইতে আমার জীবনে যেন কি একটা পরিবর্ত্তন হইতেছে। কে যেন আমাকে ধীরে ধীরে আপনার কোলের দিকে টানিয়া লইতেছেন। মধ্যে মধ্যে নিদ্রিতাবস্থায় আমার শিয়রে বসিয়া কে যেন মধুর সঙ্গীতে আমার হৃদয় পুলকিত করিয়া থাকেন। আমি তৎক্ষণাৎ জাগরিত হইয়া সেই গানগুলি আমার নোটবুকে লিখিয়া লই। এই গানগুলির মধ্যে অধিকাংশই এই ভাবে প্রাপ্ত। কয়েকখানি গান আমি অনেক চেষ্টায় রচনা করিয়া এই গানগুলির সহিত মিশাইয়া দিলাম। পাঠক সহজেই তারতম্য বুঝিতে পারিবেন। প্রাপ্ত গানগুলি লিখিবার সময় দুই-একটি কথা ভুলিয়া যাওয়ায়

নূতন শব্দ বসাইয়া দিয়াছি। যদি কোন গানে শাব্দিক অসংলগ্নতা দেখিতে পান, ইহাই তাহার কারণ বুঝিবেন। গানগুলির নিম্নে তারিখ দিবার কারণ ভাবের ক্রমবিকাশ প্রদর্শন করা। এই গানগুলির দ্বারা যদি একটি প্রাণেও বিশ্ব-প্রেমের বিকাশ হয়, তাহা হইলে তিনি বাণীকর্ত্তা সেই অদৃশ্য পুরুষের ধন্যবাদ করিবেন।

গানগুলির শেষে আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের ভূতপূর্ব্ব প্রচারক পরলোকগত পণ্ডিত লছমনপ্রসাদের দুইটি হিন্দি গান উদ্ধৃত করিয়া দিয়া তাঁহার একদিনের ইচ্ছা এতদিনে পূর্ণ করিলাম।

১৫ই বৈশাখ, ১৩৩২ সাল।
গোরক্ষপুর।

সদানন্দ।

ভূমিকা।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস তাঁহার "তন্ত্রী" গ্রন্থের জন্য একটী ভূমিকা লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এ প্রকার গ্রন্থের ভূমিকা লেখা অত্যন্ত কঠিন। তাঁহার উপযুক্ত বয়স্ক পুত্রের চিতাভস্ম হইতেই "তন্ত্রী"র অন্তর্নিহিত গীতশতদল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তাহার পবিত্রতাই আমাকে সুদীর্ঘ ভূমিকা লিখনে প্রতিরুদ্ধ করিতেছে। কিন্তু আমিও তাঁহার সহিত একই তরণীতে ভাসিয়া চলিয়াছি, কাজেই তাঁহার প্রতি প্রাণের সহানুভূতি প্রকাশ করিবার অধিকার আমার আছে। গানগুলির ছত্রে ছত্রে বৈরাগ্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সকল গানে ছন্দ বা যথাযথ মিল রক্ষিত হয় নাই। কিন্তু শোকের তন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত গানের লিপিবন্ধনে তাহা স্বাভাবিক। কালীপ্রসন্ন বাবু ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী। যে ব্রাহ্মধর্ম্ম কালীপ্রসন্ন বাবু সাধন করিতেছেন, তাহা অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম—তাহা কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক গণ্ডী দ্বারা আবদ্ধ নয়। এই ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধনপথে তিনি কত উচ্চস্তরে উঠিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গীতগুলি সে বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য দিতেছে। কালীপ্রসন্ন বাবু বহুকাল যাবৎ কর্ম্মসূত্রে পশ্চিমাঞ্চলপ্রবাসী। তাই তিনি স্বভাবতই বাঙ্গালা ব্যতীত হিন্দীতেও অনেক গান

রচনা করিয়াছেন। মনে হয় যেন বাংলা অপেক্ষা হিন্দীগানেই তাঁহার কৃতিত্ব অধিকতর পরিস্ফুট। গানগুলিকে আদিব্রাহ্ম-সমাজের সুপ্রসিদ্ধ গায়ক সঙ্গীততত্ত্বার্ণব শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যথাযথ সুরে ও তালে বসাইয়া সাধারণের পক্ষে গান করিবার বড়ই সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। উপ-সংহারে ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, কালীপ্রসন্ন বাবুর এই গানগুলি সাধারণের নিকট আদৃত হউক এবং তাঁহার লেখনী সার্থক হউক; ভগবান তাঁহার গানগুলির উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন। ইতি—

১লা বৈশাখ, ১৩৩২।
৬।১নং বারাণসী ঘোষের
সেকেণ্ড লেন, যোড়া-
সাঁকো, কলিকাতা।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সূচীপত্র।

সঙ্গীত-সূচী।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	স্থানে	হইবে।
১৩	১২	থায়	রয়
১৭	৬	জনক	জনম
২৩	৫	ভাবে	তারে
২৫	৩	শ্যামল	শ্যামলা
২৬	৪	দিন	ছিন
৩৩	৭	দিন	ছিন
৩৪	৯	সার	সংসার
৩৫	২	দিল	দিস
৪৩	১১	হৃদয়-কোলে	হৃদয়-কোণে
৪৯	৩	দেখি	তাকি
৫৭	৬	এই—	এই বিশ্ব
৬০	১৫	যাকে	যাচে
৭০	২	নেয়ে	নেম
৭১	৫	দারী	নাতে দারী
৭৩	৭	মা	না
৭৯	১৪	ব্রহ্মনাম	ব্রাহ্মনাম

ছিন=ক্ষণ কাল। দিস=দেখিতে পাওয়া। তাকি=দেখি।
নেম=নিয়ম।

তন্ত্রী।

ভৈরব—ঠুংরী।

খোদাসে দিল লগা রহ
হ্যায় খোদা মেহেরবান।
(খোদা) দিন-ছুনিয়াকে বাদসাহ
তেরা দোস্ত কদরদান।
গুণাগারী হ্যায় রে তু
ছুনিয়ামে পরেসান।
ঘড়ি-ঘড়িমে নেমাজ্ব পড়
হোগা মুস্কিল আসান।

২ ৩ ২ ১

গুণাগারী = পাপী। ঘড়ি-ঘড়ি = মুহুর্মুহু।

তন্ত্রী।

বেহাগ—কাহারবা।

রাম-রহিম না ভিন্ন কর ভাই

দোহি হ্যায় সমান

একি খোদানে পৈদা কিয়া

হিন্দু মুসলমান।

শুনরে ভাই হিন্দু যো রাম তেরা প্রাণ,

রহিম নাম সে মুসলিমে দেতা হ্যায় আরাম!

যোহি খোদা, বহি আল্লা ব্রহ্মসনাতন

যো নাম জিস্‌কে প্যারে, দিলকে মহাজন।

একি পানিসে পিয়াস মিটে

হ্যায় ত বহুত নাম—

সচ্চা দিলসে খোদা মিলে

নামসে ক্যা কাম॥

ভাঃ ২৪

ভজন।

বাহার—একতালা।

অবগাহ পুণ্য সলিলমে
ত্রিকুটী-ত্রিবেণী সঙ্গমমে।
বাম নেত্র হায় গঙ্গা, দক্ষিণ যমুনা,
জ্ঞান নেত্র গুপ্তসরস্বতী।
(আজি) সাধনা-কুম্ভ মহাযোগে
অবগাহ রে মূঢ়মতি।
সফল করহ মানবজীবন (জনম)
(আজি) হৃদয়-প্রয়াগ তীরথমে।

৬।৪।২৪

তন্ত্রী।

খাম্বাজ—কাহারবা।

ছোড় দে ভাই দুনিয়াদারী
নাম তো লিয়া ফকিরী।
কোন্ তেরা লেড়কা-লেড়কী
কোন্ তেরা হ্যায় নারী।
কিস্‌কে ধনসে ধনী ভয়ে তু
কিস্‌কা চড়ত গাড়ী।
যিস্‌কা দুনিয়া উস্‌কা রহেগা
তুমকো কর দে ন্যারা।
জিম্মাদারী হ্যায়রে তু
দুসরেকা রাখবারী।
আসল মালিককো ভুলত রহ
কৈসা হ্যায় কামদারী।

৭ ৪।২৩

তন্ত্রী।

কেদারা—চৌতাল।

হে দেব, তুম্হী মেরা স্বামী
মৈঁ তেরা চির দাসা।
ভনত ভনত তেরা মধুর নামা
টুটত ভবপাশা।
জ্ঞান না জানি না জানি করম
ভকতি না জানি না জানি ধরম
তুঝে কেবল ভরসা।
তুম্হারী নামে তেরা গুণ গানে
ভজন-সাধনে আকুল পরাণে
হ্যায় মেরা সব আশা।
দিজে দরশন অনাথ শরণ
মৈঁ দীন হীন সম্বল-বিহীন
নাহি কিজে নিরাসা।

১০.৪.২৪

———

ভৈরবী।

ছায়ানট—ঝাঁপতাল।

আও আও বাজত বাঁশী, বোলায়ত প্রাণ পিয়া
আকুল পরাণ মোর ছুটত ব্যাকুল হিয়া।
সংসার দৃঢ় বন্ধন মায়া-পাশ-খণ্ডন
পাপ শিরসি মুণ্ডন, বাসনা পরিবর্জ্জন,
ধাবত পরাণ-মন উদাস অবশ হৈয়া।
মধুর বাঁশরী-ধ্বনি মধুর আহ্বান-বাণী,
মধুর প্রেম-কাহিনী শুনত সকলী প্রাণী।
অসীম মহিমা তেরা, অপার করুণা দয়া।

১৩।৪।২৪

সিন্ধু—ঠুংরী।

এত ভালবাসা নাথ কোথা হ'তে এলো
প্রাণ চাহে সবে ভালবাসিতে।
স্থাবর জঙ্গমে চেতন অচেতনে প্রতি অণু পরমাণুতে।
শত্রু মিত্র নাহি জানে, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি মানে
(চাহে) দীন দরিদ্র ধনী এক তারে গাঁথিতে।
অসীম এ ভালবাসা, আকুল প্রাণ-পিয়াসা
ধাইছে তড়িত বেগে অনন্তের পানেতে।
(তোমার) অপার করুণা স্বামী কেমনে বুঝিব আমি,
ভালবাসা দিলে মোরে কোন্ কাজ সাধিতে॥

১৪।৪।২১

তন্ত্রী।

ইমন কল্যাণ—ঝাঁপতাল।

রয়েছ নির্ব্বাণ-স্তূপে অনন্তে মহা শয়ান
অহিংসার অবতার— শুদ্ধ বুদ্ধ মহাপ্রাণ।
পৌরাণিক হত্যা কাণ্ড—জীব ল'য়ে লণ্ড-ভণ্ড—
তারিতে যত পাষণ্ড সঁপেছিলে মন-প্রাণ।
জরা মৃত্যু ব্যাধি হে'রে বৈরাগ্য আশ্রয় করে
গেয়েছিলে দ্বারে দ্বারে অহিংসার মহাগান।
ছাড়িয়ে অতুল ঐশ্বর্য্য অহংকার মদ-মাৎসর্য্য
দিয়েছিলে জ্ঞান-অর্ঘ্য লভিতে মহানির্ব্বাণ।
গৈরিকে ভিক্ষুর বেশে, ধেয়েছিলে যার উদ্দেশে
করেছিলে হেথায় এসে মহাব্রত সমাপন।
পেয়ে বুঝি সেই দেবে নীরবে রয়েছ এবে
আত্মহারা মহাযোগে "বোধিসত্ত্ব ভগবান।"*

২১।৪।২৪

* কুশীগ্রামে বুদ্ধদেবের সমাধিস্তূপের নিকট বসিয়া গীত।

কাফিসিন্ধু—খং।

বড় হ'তে চাই না আমি
ছোট করে দাও হে আমায়।
(আমি) ধূলাতে মিশায়ে রব তৃণ হ'তে কোমল হব
ভক্ত জন-পদধূলি মাখিব হে গায়।
(আমার) অহংকার চূর্ণ কর, ভেঙ্গে দাও খেলার ঘর,
বাসনা নিভায়ে দাও ওহে দয়াময়।
সংসার-বিষ-আকাঙ্ক্ষা, প্রাণে বড় দেয় শঙ্কা,
কৃপা ক'রে কৃপাময় দাও হে অভয়।

২।৫।২৪

ভীমপলশ্রী—ত্রেতালা।

দয়ানিধান আজি মহিমা তেরা
উদাস কিয়া মেরা প্রাণ
ভনত ভনত হরি নাম তেরা
সনক গিয়া মেরা মন।
বেদ বেদান্ত-তন্ত্র পড়িনু গীতা
ভাগবত মহাপুরাণ,
বাইবেল অরহর জিন্দাবস্তা
বোধি-সূত্র আউর কুরাণ,
নগর প্রান্তর ভ্রমিনু বন
ঢুঁড়িনু তীরথ প্রধান,
কাঁহি নাহি মিলল নাথ।
তেরা প্রেম দরশন।
নিরাশ হৈয়ে ফিরুনু ঘরমে
পাশিনু আপন হৃদয় মাঝান,

মানস-মন্দিরে হেরিনু তুঙ্গারে,
হে দেব, আনন্দনিধান,
আনন্দ লভিয়ে আনন্দে গাইল
সদানন্দ তেরা গান॥

১৬।৫।২৪

বেহাগ—দাদরা।

বাজরে বীণা বাজরে আজি, চড়িয়ে প্রাণের সুর,
বিশ্বব্যাপী মোহন তানে মাতিয়ে হৃদয়পুর।
কেঁপে উঠুক গহন কানন কেঁপে উঠুক ধরার আনন,
কেঁপে উঠুক নদীর জল, আজি ঝঙ্কারে মধুর।
বিশ্বগ্রাসী প্রেমতরঙ্গ উঠুক সুমধুর।
ভেঙ্গে দেরে সীমার বাঁধ, মিটিয়ে দেরে ছোটর সাধ,
ছুটিয়ে দেরে অসীম পানে, আকুল প্রাণের সুর।
বিশ্বব্যাপী মোহন তানে মাতিয়ে হৃদয় পুর।
চন্দ্র সূর্য্য দেখুক চেয়ে,
(আমি) এগিয়ে গেছি তাদের চেয়ে,
(আজি) বিশ্বনাথের বিশ্বগৃহে, বাজছে আমার সুর।
বিশ্বব্যাপী প্রেমতরঙ্গে ভাসিয়ে জগত-পুর।

১৭।৫।২৪

ভূপালী—তেওরা।

তুমি সত্য, তুমি অনন্ত, তুমি আনন্দময়,
তুমি শান্ত, তুমি অমৃত, অরূপ অব্যয়।
তুমি ব্রহ্ম, তুমি অদ্বৈত, তুমি মঙ্গলময়।
তুমি জ্ঞান, তুমি মহান, অসীম অভয়।
সূর্য্য তোমারে পারে না দেখাতে, চন্দ্র হারিয়ে যায়,
তোমার কায়ার অসীম ছায়া, বিশ্ব ব্যাপিয়ে রয়।
বাক্য তোমারে পারে না বর্ণিতে, শব্দ ফুরায়ে যায়,
মন তোমারে পারে না ধরিতে, শক্তি হারায়ে রয়।
চিন্তা তোমারে পারে না ভাবিতে, ভাব ধরে না পায়,
তড়িত এগিয়ে পারে না ছাড়াতে, পাছে পড়িয়ে থায়
গন্ধ তোমারে পারে না বাসিতে, বাস উড়িয়া যায়,
রূপ তোমারে পারে না সাজাতে, লাজে লুকায়ে রয়।
স্পর্শ তোমারে পারে না বুঝিতে, জ্ঞান হারায়ে যায়,
রস তোমারে পারে না গলাতে, ভয়ে শুকায়ে রয়।

গভীর তোমার করুণাসাগরে জগৎ ডুবিয়া যায়,
তোমার কায়ার অসীম ছায়া বিশ্ব ব্যাপিয়ে রয়

২০।৫।২৪

বেহাগ খাম্বাজ—ঠুংরী।

অনন্ত তোমারি লীলা, কেমনে বুঝিব নাথ।
অনন্ত তোমার খেলা, জন্ম-মৃত্যু অবিরত।
কেন হেথা আসে, কেন চলে যায়,
কোন্ কায সাধি, অনন্তে মিলায়,
মানবের ক্ষুদ্র বুদ্ধি, হয় দূর-পরাহত
জীবনের নিত্য খেলা, তুমি খেলিছ নিয়ত।
স্বার্থে অন্ধ জীব, নিজ সুখ লাগি,
হতেছে সতত শোক-তাপভাগী,
স্বার্থহানি তরে সদা, করে অশ্রুপাত
দেখিতে অক্ষম তারা তোমার মঙ্গল হাত।

১৬।২৪

শ্যাম—একতালা।

তোমারি আনন্দে রচিত বিশ্ব, তোমারি আনন্দে জীবিত হে।
তোমারি আনন্দে সূরয প্রকাশে, চন্দ্র বিতরে অমিয় হে।
তোমারি আনন্দে জলধিমাঝে, উত্তাল তরঙ্গ উঠিছে হে।
তোমারি আনন্দে নভোমণ্ডল, অতুল শোভায় বিরাজে হে।
তোমারি আনন্দে হিমাদ্রিশিরে, ধবল তুষার শোভিছে হে।
তোমারি আনন্দে পাতাল-গর্ভ, রতন ভূষণে মণ্ডিত হে।
তোমারি আনন্দে বিহঙ্গকুল, মধুর সঙ্গীত গাইছে হে।
তোমারি আনন্দে কুসুমরাজি সুরভি সৌরভে মাতিছে হে।
তোমারি আনন্দে অখিল বিশ্ব পবন-হিল্লোলে নাচিছে হে।
তোমারি আনন্দে প্রলয়কালে অসীমে সসীম মিলিছে হে।

২।৬।২৪

ঝিঁঝিট—ঠুংরী।

আজি গাও রে মধুর হরিনাম, মধুর হরিনাম।

পাপ তাপ শোক সব যাবে দূরে

পাইবে হৃদয়ে শান্তি অবিরাম।

যাঁহার কৃপায় পেয়েছ জনক

যে জন সতত করিছে পালন,

কর ওরে মন তাঁহারে স্মরণ,

গাও রে আনন্দে তাঁর গুণগান॥

নামের গুণেতে ভক্তি বেড়ে যাবে,

দুর্ব্বল হৃদয়ে মহাশক্তি পাবে

মুক্তি পথদ্বার উদ্‌ঘাটিত হবে

সহজে পাইবে তুমি পরিত্রাণ॥

কত শত শত মহা পাপীগণ

হরিনাম মন্ত্র করিয়া সাধন,

সফল করেছে মানব-জীবন,

অনায়াসে চলে গেছে মোক্ষধাম॥

১৩।৬।২৪

২

বাগেশ্রী—তেওরা।

কে তুমি হে ফের পাছে পাছে, হাতে ল'য়ে সুখ অগণন,
আনন্দপ্রস্রবণ ছুটায়ে।
কে তুমি হে জাগ নিশি দিন, আমি ঘুমালে শিয়রে বসে,
জাগিলে পুনঃ মোরে ঘিরিয়ে।
কে তুমি হে শুনাতেছ বাণী, মম পরাণ ভিতর হ'তে
হৃদয়-তন্ত্রী সুরে মিলায়ে।
কে তুমি হে অন্তর-বাহিরে মোরে দিতেছ সতত সাড়া,
যতনে আপনারে লুকায়ে।
কে তুমি হে অজানা অচেনা, যেন আপনা হ'তে আপনা,
ব্যস্ত সদা আমারে লইয়ে।
কে তুমি হে অনন্ত অসীম, মম ক্ষুদ্র দেহখানি মাঝে,
আপনারে দিতেছ ঢালিয়ে।
কে তুমি হে মায়ের মতন, বিপদে লইছ মোরে কোলে,
দিতেছ অশ্রুজল মুছায়ে।

ভৈরবী—একতালা।

কেমন ক'রে ধীরে ধীরে
আমায় নিচ্চ আপন ক'রে।
কেমন ক'রে মায়া-জাল
(তুমি) দিচ্চ আমার ছিঁড়ে।
তোমার ধন চুরি করে বসে ছিনু এ সংসারে
কেমন ক'রে একে একে, নিচ্চ এখন কেড়ে।
বুঝতে নারি এত দয়া কেন আমার পরে।
বল্‌তে হবে মোরে নাথ, সুধাই হে তোমারে।

২৩।৩।২৪

মালশ্রী—ঝাঁপতাল।

কে বলে সংসারে থাকি' না হয় সাধন।
কে বলে সংসারী নাহি পায় ব্রহ্ম-জ্ঞান।
বশিষ্ঠ গৌতম-আদি মহা ঋষিগণ,
পায় নি কি ব্রহ্মজ্ঞান সংসার-কারণ?
রাজর্ষি জনক ল'য়ে কামিনী-কাঞ্চন
হন নি কি সিদ্ধকাম করিয়া সাধন?
ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ তত্ত্ব-জ্ঞান-পরায়ণ,
ঋষির গর্ব্বিত বাক্য জানে না ক'জন?
নির্লিপ্ত নিষ্কাম যার সংসারী জীবন,
কর্ম্মফল করেন যিনি ব্রহ্মেতে অর্পণ,
তস্মিন্ প্রীতি তস্য প্রিয়-কার্য্যের সাধন
জীবনের মহা ব্রত করে যে পালন,
কে বলে ব্রহ্ম-জ্ঞান পায় না সে জন,
করেনি বলিয়া এই সংসার-বর্জ্জন?

সদানন্দ বলে শুন প্রিয় শিষ্যগণ,
সংসারে থাকিয়া কর কঠিন সাধন।

২২।৬।২৪

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

সুর নাহি ছোড় ভাই, সুর নাহি ছোড়;
প্রাণ-ভরে সুর তার বাজা নিরন্তর।
সংসারের তিন মূর্ত্তি, তিন ভাবে বাজে,
সুর-তার বিনা তারা লাগে কোন্ কাজে।
হৃদয়-তানপুরা মোর চারি তারে বাঁধা।
মধ্যম কোমল কড়ি সুর-তারে সাধা।
একা সুরতারে হয় মধুর সঙ্গীত,
সুর বিনা তিন তারে, নাহি কোন হিত।
সুর আদি সুর ব্রহ্ম পুরুষ অক্ষর,
সুরের সাধনে জীব, হতেছে অমর।
সদানন্দ বলে ওহে শুন প্রিয়বর
সুরের সাধন বিনা নাহিক নিস্তার।

২৪।৭।২৪

রামকেলী—তেতালা।

জাগ আজি আমার হৃদয়মাঝে
প্রভাত বিমল সমীরণ সাথে
মধ্যাহ্ন ভানুর প্রচণ্ড উত্তাপে
সান্ধ্য স্নিগ্ধ চন্দ্রমা-কিরণে।

জাগ আজি জাগ তুমি অন্তরীক্ষে,
ঐ সুদূর-সুনীল আকাশ মাঝে
যথা কোটী কোটী সূরয বিরাজে
অসংখ্য তারকাবলী সনে।

জাগ আজি অপার জলধি মাঝে
শত স্রোতস্বতী মিলন-মন্দিরে
তোমার নিভৃত রতন-আগারে
সাজি' প্রবাল-মুক্তা-ভূষণে।

জাগ আজি তুমি ভূধর-কন্দরে
শস্য-শ্যামল ধরণীর মাঝারে,
তুষার-আবৃত পর্ব্বতশিখরে
মলয় অনিল উপবনে।

২০।৩।২৪

বিহঙ্গড়া—ঠুংরী।

বীত গয়ারে, অতুল জীবন বীত গয়া,
দিন ভরকো হরি নামকো নাহি লিয়া।
সংসার-সাগরকো মন্থন কিয়া
অমৃত ছোড় কর গরল পিয়া,
ক্ষণ সুখ লাগি সব ভুল গয়া,
পরিত্রাণকো প্রতি নাহি শোচ কিয়া॥
খেলত খেলত বালপনা খোয়া,
নারী-রস-রঙ্গমে যৌবন গয়া,
বৃদ্ধ ভয়া বহু শোক কামায়া
প্রভু-দরশনকো নাহি গৌর কিয়া॥
থোড়েসে দিন আউর রহ গিয়া,
অভি তেরা নাহি জ্ঞান ভয়া।
কহে সদানন্দ ভাই ছোড় মায়া
নিরখ সমর যম খাড়া ভয়া॥

২৩।৩।২৪

খাম্বাজ—যৎ। (১৪ মাত্রা)

ক্যা কাম তেরা তীরথমে জায়কে
ক্যা লাভ ভইল গঙ্গাজী নাহায়কে।
ক্যা হিত হোবে মন্দির বনায়কে
ক্যা ফল হোগা ফুল চড়ায়কে।
ক্যা জ্ঞান আবে কীর্ত্তন শুনকে
ক্যা পাপ মিটে ব্রাহ্মণ খেলাকে।
ক্যা দুঃখ কাটে ভিক্ষামে জায়কে
ক্যা শোক মিটে আঁশু না বহায়কে।
দিল যব নাহি ধাবে হরিচরণকে
চিত্ত না লাগে হরিগুণ-গানকে।

২৬।১।২৪

খাম্বাজ—যৎ। (১৬ মাত্রা)

কপট সাধু তেরা 'চরণ' নিরালা।
মস্তক মুণ্ডিত শির-জটা রাখে,
কৌপিন পৈরণ বিভূষিত রাখে,
হাতমে ত্রিশূল তুম্বরা চিমটা,
কম্বল সম্বল মনমে খটকা,
গঞ্জিকা-রঞ্জিত সুরকিয়া আঁখি,
ভিক্ষা-পাত্র ঝোল, সব কই ফাঁকি,
ধরম করম তেরা সব খেলা,
করত কপট বৈপার বহুলা।

২৭।৬।২৪

চরণ—আচরণ। বহুলা—অনেক।

শঙ্করা—ঠুংরী।

সাধো হো সাবধান,
সংসার ছোড়কে কাপড়া রঙ্গায়া
হাতমে চিমটা লিয়া একতারা
হরিপ্রেম রংমে দিল না রঙ্গায়া
বনা সাধু বড়া কপট বাউরা।
সাধো হো সাবধান,
কর-ধৃত ভুমড়ী মস্তিষ্ক বাসা
সুরবর-মন্দির তরুতল বাসা
ভরপুর বাসনা, ভোগকা লালসা,
মদমোহ-লোভ না মুক্তি আশা।
সাধো হো সাবধান.
ভিক্ষাবৃত্তি ঘোর ধনাগম-তৃষ্ণা
মিরথা পাপমে নাহিক বিতৃষ্ণা,
স্বার্থসিদ্ধি হেতু চিন্তয়া নিমগ্না
পরমে ব্রহ্মণি কদাপি না লগ্না।

সাধো হো সাবধান,
ছোড় কপটতা ছোড় অভিমান
ইন্দ্রিয়রাক্ষস দেও বলিদান,
নির্ভয়ে কররে নিষ্কাম-সাধন
ব্রহ্মপদে কর চিত্ত সমাধান,
সাধো হো সাবধান।

২৭ ৬ ২৪

মিরথা — মিথ্যা।

বাহার—তেতালা।

জাগাও মম হৃদয়ে সেই বাণী
ঋষি-হৃদয়-বাঞ্ছিত সেই বাণী,
ভারত-গৌরব-দিন সেই বাণী।
জাগাও মম হৃদয়ে সেই বাণী,
বেদ-মথিত পবিত্র সেই বাণী
বিশ্ব-কম্পিত-কারিণী সেই বাণী।
জাগাও মম হৃদয়ে সেই বাণী,
ভারতী-বীণা-গুঞ্জিত সেই বাণী
দেবতা-চিত্তহারিণী সেই বাণী।
জাগাও মম হৃদয়ে সেই বাণী,
বাল্মীকি-কণ্ঠ-নিঃসৃত সেই বাণী,
জগত-মুগ্ধকারিণী সেই বাণী।
জাগাও মম হৃদয়ে সেই বাণী,
সুপ্ত দেশ-জাগরিণী সেই বাণী,
তব মৃত-সঞ্জীবনী সেই বাণী।

জাগাও মম হৃদয়ে সেই বাণী,
মন-প্রাণ-উন্মাদিনী সেই বাণী,
উৎসাহ-বিবর্দ্ধিনী সেই বাণী ।

২৭।৩।২৪

ছায়ানট—ঝাঁপতাল।

হে প্রভু, তেরা করুণা অপারা
মৈ হুঁ দীনহীন সংসার-বাউরা।
সংসার লাগি মৈঁ ফিরু নিশিদিন,
মিথ্যা প্রবঞ্চনা ব্যাপার কঠিন,
দিন ভরকো তুঝে দিল নাহি লাগে,
ভোগকা লালসা দিনরাত জাগে,
ক্যায়সে পাউ ত্রাণ পতিতপাবন,
ভজন সাধন বিনা দয়ার নিধান।
সদানন্দ কহে ওহে, অগম অপারা।
তুঝ বিনা মেরা, নাহিক নিস্তারা।

সিন্ধুড়া—তেওড়া।

(প্রভুজী) তুঝে মেরা যব দিল লাগে,
ধ্যানে তেরা যব প্রাণ জাগে,
দুখ-শোক-তাপ দূর ভাগে।
(ওহে দূর ভাগে)

ভক্তি-গঙ্গা যব বহ লাগে,
প্রেম-তরঙ্গ উঠ লাগে,
সংসার-লালসা দূর ভাগে।
(ওহে দূর ভাগে)

তেরা নামে যব চিত্ত লাগে,
তেরা গানে যব কণ্ঠ জাগে,
ভোগ-ইচ্ছা সব দূর ভাগে।
(ওহে দূর ভাগে)

তেরা দয়া যব দিল লাগে,
তেরা রূপ যব হৃদে জাগে,
ভয়-ত্রাস সব দূর ভাগে।
(ওহে দূর ভাগে)

২৯৬২৪

কাফি সিন্ধু—যৎ। (১৪ মাত্রা)

প্রাণ হরি, তেরা শরণাই আই
তুমসে বড়া ঠাকুর নাহি কোই।
কাম-ক্রোধ আদি শত্রু পঞ্চ ভাই,
বাসনা কামনা ভগিনী দোহাই,
ত্রাসে দিন-রাত শুনহে গোসাঞী,
তুঝ বিনা হরি কাঁহা ত্রাণ পাই।
দীনশরণ তুমি জগত বিদাই
তুঝ বিনা দিল, কো না সে লাগাই।

১৯।৬।২৪

[বিলাত [illegible]।

কেদারা—তেতালা।

বাজাও আমার হৃদয়তন্ত্রী
তোমার মঙ্গল হাতে।
নূতন বেদের নূতন মন্ত্র
জাগিয়া উঠুক তাতে।
লহরে লহরে নাচুক বিশ্ব
মিলিয়া সকল সাথে।
নূতন প্রেমের নূতন দৃশ্য
উঠুক মুক্তির পাথে।
ধর্ম্মাধর্ম্মের শত প্রতিঘাত
মিশুক অতীত সাথে।
জাতি-জাতির বিরোধ-বিবাদ
নিভুক প্রবল বাতে।
ধন্য হউক অখিল বিশ্ব
নূতন যুগের প্রাতে।

বাজাও আমার হৃদয়তন্ত্রী
তোমার মঙ্গল হাতে।

২৯।৩।২৪

বেহাগ খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

কে তুমি হে আদর ক'রে নিচ্ছ আমায় কোলে;
তোমার পরশে, হৃদয়-হরষে, যাচ্ছি সকল ভুলে।
কে তুমি হে আপন টানে নিচ্ছ আমায় টেনে,
তোমার টানেতে, ব্যাকুলপ্রাণেতে, যাচ্ছি তোমার পানে।
কে তুমি হে মায়ের মত ডাকছ মধুর স্বরে,
তোমার ডাকেতে, স্নেহের টানেতে যাচ্ছি তোমার ঘরে।
কে তুমি হে মায়ার বন্ধ দিচ্ছ আমার ছিঁড়ে,
মায়ার মোহেতে, ঘুমের ঘোরেতে, ছিনু অসাড় পড়ে।
কে তুমি হে মুক্তির পথ দিচ্ছ আমার খুলে,
তোমার দয়াতে, আপনার হাতে, নিচ্ছ আমায় তুলে।

১০।৬।২২

শ্যাম—তেওরা।

আজি দাও হে আমারে সেই শক্তি
জাগাও আমার হৃদয়ে সেই ভক্তি
মুক্তিপথে মোরে করহে আগুয়ান।
যে শক্তির বলেতে একদিন,
শঙ্কর করেছিল দিগ্বিজয়
রামানুজ গেয়েছিল ভক্তির জয়
চৈতন্য উঠিয়েছিল প্রেমের তুফান।
যে শক্তির বলেতে একদিন
রামমোহন পেয়েছিল ব্রহ্মজ্ঞান,
দেবেন্দ্র দিয়েছিল অপূর্ব্ব ব্যাখ্যান,
কেশবচন্দ্র তুলেছিল তব নিশান।
যে শক্তির বলেতে একদিন
বিজয়কৃষ্ণও জাগিয়েছিল প্রাণ—
শিবনাথ গেয়েছিল তোমার নাম,
আজি রবীন্দ্র কবি গাইছে তব গান।

১।৭।২৪

পাহাড়ী—দাদ্‌রা।

আমি আঁধার দেখে ভয়ে মরি
আমায় দেখিয়ে দাও হে পথ।
আমি মোহের নেশায়—ঢ'লে পড়ি
তুমি ধর হে আমার হাত।
আমি থেকে থেকে চমকে উঠি,
তুমি চল হে আমার সাথ।
মোর পায়ের নীচে পিছল মাটি,
তুমি ধর হে আমারে নাথ।

২।৭।২৪

বাগেশ্রী—তেওরা।

একটুকু জীবনে আমার, কত খেলা খেলিছ,
ভালবেসে আপনার বলে, পাছে পাছে ফিরিছ।
যখন ছিনু মায়ের কোলে, দুগ্ধ এনে দিয়েছ
আমার চোখে চোখ মিলায়ে, কত হাসি হেসেছ
শৈশবে তুমি শিশুর বেশে, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছ,
আমারে লয়ে খেলার সাথী লুকোচুরী খেলেছ।
যৌবনে যখন মোরে তুমি পথভ্রষ্ট দেখেছ,
জোর করে দুটি হাতে ধরে, টেনে নিয়ে এসেছ।
প্রৌঢ়ে আমার বন্ধু-রূপে কত যুক্তি দিয়েছ
আজি বার্দ্ধক্যে হৃদয়ে বসে মুক্তি-পথে নিতেছ।
৩।৭।২৪

কালেংড়া—দাদ্‌রা।

আর কেন হে লুকিয়ে থাক, তোমায় আমি দেখেছি
উদাস হ'য়ে অবশ প্রাণে, তোমার পিছে ধেয়েছি।
সুকুমার কুমার-মুখে তোমার মুখ দেখেছি।
বিমল প্রাণের হাসির মাঝে তোমার দেখা পেয়েছি।
বনফুলের বিকাশ দেখে তোমায় আমি চিনেছি।
কুলায় মাঝে পাখীর ডাকে তোমার স্বর শুনেছি।
অমানিশার আঁধার-কোলে তোমার আলো পেয়েছি।
পূর্ণিমার বিমল কিরণে তোমার রূপ দেখেছি।
ভক্তজনের হৃদয়-কোলে তোমার দেখা পেয়েছি।
কত মলিন পঙ্কিল হৃদে তোমার দয়া বুঝেছি।

৩।৭।২৪

বিভাস—দাদ্‌রা ।

তুমি রয়েছ আমার সাথে
গভীর নিশার আঁধার রাতে
বিমল উষার মলয় বাতে ।
তুমি রয়েছ আমার মাঝে
যথায় আমার সকাল-সাঁজে
একটি তারই সদাই বাজে ।
তুমি বসেছ আমার ঘরে
তোমার আলোয় আঁধার হ'রে
ধূলায় ধূসর আসন প'রে ।
তুমি এসেছ আমায় নিতে
সকল ছাড়া'য়ে তোমারি সাথে ;
এখন যাইব মুক্তির পথে ।

৩।৭।২৪

বাউলের সুর—দাদ্‌রা।

আজি যাচ্ছি আমি তীর্থপথে
পাণ্ডারে লইয়ে সাথে,
আমার পাণ্ডা নেয় না কিছু
দেখায় আপন হাতে।
নাওয়ায় ধোওয়ায় খাওয়ায় দাওয়ায়
রাখয় আপন ঘরে।
পূজার প্রসাদ আপনি আনিয়া
দেয় গো মুখেতে পূরে।
আমার পাণ্ডার নাহিক কেহই
একলা মায়ের ছেলে,
নাহিক অভাব, কোমল স্বভাব—
নেয় গো সবায় কোলে।
জাতির বিচার নাহিক তাহার
মিলয় সকল সাথে,

কাঙ্গাল দেখিলে যতন করিয়ে
দেখায় জগত-নাথে।

৪।৭।২৫

মঙ্গল—একতালা।

মিলন প্রভাতে জাগ ওরে মন,
কে দেখ দুয়ারে দাঁড়ায়ে।
নাম ধরে তোরে ডাকে বারে-বার
ডাক শুনে ঘুম ভাঙ্গে সবাকার,
সাড়া নাই তোর ঘুমেতে অঘোর, এখনও রয়েছ ঘুমায়ে॥
উঠেছে বিহঙ্গ গাইছে আনন্দে
কতই সঙ্গীতে কত যে ছন্দে
মধুর তানেতে বিভুগুণ গান, প্রাণের স্বরেতে মিলায়ে॥
গাইছে হিমাদ্রি অভ্রভেদী স্বরে
গায় সিংহ-ব্যাঘ্র বসিয়া গহ্বরে
গায় তরুলতা নব-কুসুমিতা, দেখ না কাহারে হেরিয়ে॥
গায় স্রোতস্বতী, নাচায়ে তরঙ্গ
গাইছে মলয় পবন সুগন্ধ
কতই উৎসাহ কতই আনন্দ, গাইছে ভুবন ভরিয়ে॥

তুমিই কেবল, রয়েছ অলস
নিদ্রায় কাতর, মোহেতে অবশ
আঁখি আসিয়া, যায় যে ফিরিয়া
দেখ না বারেক চাহিয়ে॥

৫।৭।২৪

বাউলের সুর—দাদরা।

যখন দেখ্‌ব ব'লে আঁখি খুলে, বিশ্ব পানে দেখি,
নূতন বেদের নূতন পাতা, সকল দিকে দেখি।
মায়ের স্নেহের অগাধ নীরে, যখন পড়ে থাকি,
তোমার স্নেহের অসীম খেলা, সেইখানেতে দেখি।
সতীর প্রেমের বিমল আলো, যখন দেখে আঁখি,
তোমার প্রেমের ঈষৎ আভা, তার মাঝেতে দেখি।
খোকা-খুকার মধুর হাসি, যখন আমি দেখি,
তোমার হাসির বিকাশ দেখে, তখন চমকে উঠি।
তারার সহিত চাঁদের শোভা, যখন আমি দেখি,
নূতন ঋকের নূতন মন্ত্র, তখন আমি শিখি।
করম কাণ্ডের ক্রিয়া-কলাপ, যখন আমি দেখি,
নূতন যজুর নূতন মন্ত্র, তখন আমি শিখি।
নিবিড় বনের গাছের পাতায়, যখন আমি দেখি,
অথর্ব-বেদের নূতন মন্ত্র, তখন আমি শিখি।

ঝোপের ভিতর কুলায় বসে, যখন ডাকে পাখী,
ঐ সাম বেদের নূতন মন্ত্র তখন আমি শিখি।
যখন আমার হৃদয় মাঝে, কপাট খুলে রাখি,
অরূপ রূপের স্বরূপ আমি, সেই খানেতে দেখি।

৭।৭।২৪

বেহাগ খাম্বাজ—ঠুংরী।

ছুঁৎ-অছুঁত-বিচারে কিবা প্রয়োজন।
কেবা ছুঁত কে অছুঁত জানে কোন্ জন?
ব্রহ্মনিষ্ঠ অছুঁত হয় দেবের সমান
জ্ঞানহীন ছুঁত হ'লে প্রকৃত অধম।
করিতেছ সদা যেই রাম-গুণগান,
করেনি কি শবরার উচ্ছিষ্ট-গ্রহণ?
গুহক চণ্ডাল সনে মিত্রতা স্থাপন,
রাক্ষস-বানরে হৃদে দেয়নি কি স্থান?
চৈতন্য সে "মহাপ্রভু"—ব্রাহ্মণ-সন্তান,
করেনি কি হরিদাসে হৃদয়ে ধারণ?
অছুঁত সে রুহিদাস পেয়ে ব্রহ্মজ্ঞান,
হয়নি কি ব্রাহ্মণের শ্রদ্ধার ভাজন?
কবীর—জোলার ছেলে, করিয়া সাধন,
পায়নি কি সাধুমধ্যে অতি উচ্চ স্থান?

তোমার দেবতা যারে করেছে সম্মান,
কি কারণে কর তুমি, তারে হেয়জ্ঞান।

৭।৭।২৪

বাউলের সুর—দাদ্‌রা।

একটি গাছে দুইটি পাখী—একটি ডালে বসে,
একটির প্রাণ আরটি হয়ে আনন্দেতে ভাসে।
তারা মুখোমুখি চোখোচোখি—থাকে মনসুখে,
একটির সুখে আরটি সুখী, রহে বুকে বুকে।
একটি খায় মনের সুখে, যত কর্ম্ম ফল
আরটি থাকি নিরসনে, দেখেন কেবল।
একটি পেয়ে আরটির আভা—হয়েছে সুন্দর,
একটি ভোক্তা আরটি দাতা, জীবন-আধার।
দুজনাতে এতই যে প্রেম, এত ভালবাসে
একটি পরে মুক্তি পেয়ে, আরটি সহ মিশে। *

৭।৭।২৪

* 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া' ইত্যাদি

সরফর্দ্দা—ঝাঁপতাল।

যেও না হে ওহে সখা, আমার ঘুম ভেঙ্গেছে।
(আমার ঘুম ভেঙ্গেছে—হে সখা আমার ঘুম ভেঙ্গেছে)
যদি বল ওহে সখা, তোর এত ঘুম কিসে,
(ও যে) অরূপ তোমার রূপ, মোরে অবশ করেছে।
যদবধি মন মোর, তোমার সাড়া পেয়েছে
তদবধি প্রাণ-মন, ওহে ব্যাকুল হয়েছে।
সারা রাত জেগেছিলে, আমার শিয়রে বসে,
রাত্রিশেষে কত তুমি, ডাকলে হে ভালবেসে।
তোমার সমান বন্ধু মোর আর কেবা আছে,
এস ওহে প্রাণসখা, দাঁড়াও আমার কাছে।*
৮।৭।২৪

* ৩৭নং গান দেখুন।

আশাবরী—ঝাঁপতাল।

(আমি) যে দিকে ফিরাই আঁখি, দেখি তব মুখশশী,
মোর পানে রয়েছে চাহিয়ে।
সূর্য্য পানে যবে দেখি, নিরখি তোমার জ্যোতি,
জ্যোতির্ম্ময় ভাস্বর হৃদয়ে।
চন্দ্র পানে যবে দেখি, কোমল বিমল জ্যোতি,
তার মাঝে রয়েছ বসিয়ে।
তারকাবলীর মাঝে, সাজিয়া মোহন সাজে,
সারা নিশি রয়েছ জাগিয়ে।
ধরাতল মাঝে কি বা, ধরিয়ে অপূর্ব্ব শোভা,
ফুল-ফলে রয়েছ সাজিয়ে।
হিমাদ্রি-শিখরে তুমি, রয়েছ বসিয়া স্বামী,
তুষারের মুকুট পরিয়ে।
জলধি মাঝারে আহা, ধরিয়াছ কিবা শোভা,
নীল রংয়ে নীরদ মিলায়ে।
জীবজন্তু আছে যত, রহিয়াছে অবিরত,
হৃদি-মাঝে তোমারে ধরিয়ে।

আমার হৃদয়ে নাথ, আছ তুমি দিন-রাত,
(আজি) ধন্য আমি তোমারে হেরিয়ে।

৯।৭।২.৪

সিন্ধু—একতালা।

আর না শুনাও মোরে নিরাশার বাণী,
বাণী শুনে প্রাণ কেঁদে উঠে—
আকুল হয় পরাণী।
আনন্দময়ের এই—আনন্দতে ভরা,
নিরানন্দের নাহিক স্থান, আশাপূর্ণ ধরা।
আশার আশেতে বুক বেঁধে চল লক্ষ্য-পথে,
অটল অটুট বিশ্বাস, রাখি সাথে সাথে।
কত যতনেতে বাঁধিয়াছ তাসের প্রাসাদ,
নিরাশা-বাতাসে নাহি কর ধূলিসাৎ।
ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব তোর, যাবে রসাতলে
সংশয় আসিলে হৃদে, নিরাশার ফলে।
সদানন্দ বলে ওহে, শুন অভিমানী
আর না শুনাও মোরে, নিরাশার বাণী।

১।৭।২৪

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

জ্বালাও হোমের অগ্নি, মানস-কুণ্ড মাঝে
ধক্ ধক্ শিখা তার, উঠুক বিশ্বমাঝে।
জ্ঞানের ইন্ধন তাহে দাও ভরপূর,
বিশুদ্ধ প্রেমের ঘৃত, ঢালহ প্রচুর।
ভক্তি-পুষ্প দান পুণ্য, গন্ধ-দ্রব্যচয়
করহ আহুতি দান, যত ইচ্ছা হয়।
একে একে যত দোষ, দাও 'স্বাহা' করে,
পাপকর্ম্ম পাপচিন্তা, নাশ একেবারে।
অমল বিমল হৃদে গাও ব্রহ্ম-নাম,
অনায়াসে যেতে যদি চাও মোক্ষধাম।
সদানন্দ বলে শুন, আর্য্য সুতগণ,
হোমের প্রকৃত বিধি, নিয়ম-করণ।

১০।৭।২৯

বেহাগ—তেতালা।

সাধো! বাঁধো তেরা একতারা,
জ্ঞানকা খুঁটি প্রেমকা তারা।
ভকতিকা লাগাও জয়ারী
ধরমকা বনাওরে থোড়ী।
বাজা রাগ হারগুণ প্যারা
উতরি যাও রে ভবপারা।
তনকা নাও মন পাতোয়ারা
আতম-জ্ঞানকা খেবনহারা।
দুস্তর সাগর রেতন ভরা
লক্ষ ছোড় নাহি একবারা।

১১।১।২৪

পাতোয়ারা=হাল; খেবনহারা=মাঝি; রেতন=চড়া।

থাম্বাজ—তেতালা।

তুঝ বিনা কৈসে দিন কটাই,
তু মেরা প্রাণ আধারা।
তুঝ বিনা কৈসে পার মাঁ পাই
তু মেরা খেবনহারা।
সাগর দুস্তারা, কৈসে হুঁ ভবপারা,
তুঝ বিনা কোই নাহি হামারা।
তু মেরা মায় বাপ, বন্ধু-সুত-দারা,
তু মেরা হৈ পরিবারা।
তু হৈ ধনী মেরা, মি তেরা রাখা'রা,
ভুলি পড়া সংসারা।
তুঝ বিনা কোন্ দয়া অবতারা
হৈ মেরা ছোড়াবন হারা!
যাকে সদানন্দ, স্বামী অগোচরা,
পার হেতু চরণ তুঁহারা।

দিজে শরণ প্রভু, অগম অপারা,
আপু ভয়ো মেরা করতারা।

১১।৭।২৪

রাখা'রা — রাখবারা।

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

সারথ হৈ তেরা পূজাকে পূজারী,
কৈসে মিলে হরি সিরজনহারী।
জ্ঞান-ভক্তি-প্রেম, হৃদে না জাগরি,
চাহ মুক্তি মূঢ়, তত্ত্ব না বিচারি।
মাগে বেটি-বেটা, ঘোড়া জোড়া গাড়ী—
দৌলত রূপেয়া ধন-জমিদারী।
শত্রুনাশ লাগি, কর সাধুগিরি
দেবতা সমর পূজা দেও ভারি।
ভেট ঘুস দেও, রূপেয়াকা ডারি
সমজু মনমে দেবতা ভিখারী?
কহে সদানন্দ শুনহ ফুকারী
ঐসে পূজা তেরা, হ্যায় ঠগ্‌কারী।
নিরগুণ হরি—পরম দয়ারি
ভকতি-সাধন বিনা নাহি তারি।

১২।৭।২৪

ভার—ডালি।

ইমন—দাদ্‌রা।

জান সেই বেদ্য পুরুষে,

যাঁহার পরশে, রোগ-মৃত্যু নাহি আসে।

পূজ সেই বেদ্য পুরুষে,

যাঁহার জ্ঞানেতে, মোহের তিমির নাশে।

দেখ সেই বেদ্য পুরুষে,

যাঁহার দরশে, জ্ঞান আঁখি খুলি যাহে।

রাখ সেই বেদ্য পুরুষে,

মানস-সরসে, প্রেমনদী যাহে বহে।

ডাক সেই বেদ্য পুরুষে,

মনের হরষে, বেদমন্ত্র যাঁরে ঘোষে।

থাক সেই বেদ্য পুরুষে,

পুণ্যের আলোকে, নিত্য তাঁর সহবাসে। *

১২।৭।২৪

---

* 'তং বেদ্যং পুরুষং' ইত্যাদি।

ইমন কল্যাণ—তেওরা ।

বারেক তোমারে ভুলিব না ওহে আমি,
তুমি বিশ্বপাতা, করুণাময় স্বামী ।
তোমার দয়ার নাহি যে অন্ত—
তোমার করুণা অসীম অনন্ত,
তব কৃপাবারি পেয়েছি দিবস-যামি ।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা বহে সুষমনা,
শ্বাসে প্রতিশ্বাসে তোমারি করুণা,
নিমেষে নিমেষে, মোরে দেখাতেছ তুমি
মোহের আবেগে আত্মহারা হয়ে,
সদাই তোমারে যেতেছি ভুলিয়ে,
কৃতজ্ঞতার লেশ নাহিক আমি জানি ।
তবুও বারেক ভুলনা হে মোরে,
রেখেছ সতত আপনার করে,
এত দয়া তব কেমনে ভুলিব হে আমি । ৪

১২।৭।২৪

'মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাম্‌' ইত্যাদি ।

কেদারা—ধামার।

যে পথে হাতে ধরে যাইছ লইয়ে,
যাই আমি সাথে সাথে, নয়ন মুদিয়ে—
সংসারের রূপ রাশি,
পাছে হৃদয়ে পশি,
দেয় মোরে পথ ভুলাইয়ে।
ভয়েতে ব্যাকুল আমি
জান তুমি অন্তর্যামী
চক্ষু নাহি খুলি কি লাগিয়ে।
পূরেছে আঁখির কাজ,
পেয়েছি অনেক লাজ,
ইচ্ছা ছিল দিই উপাড়িয়ে,
আপনি বুজিয়ে গেছে,
আপদ চুকিয়ে গেছে,
অন্ধে সুখী তোমারে পাইয়ে

আর না খুলিতে চাহি,
আর না ভুলিতে চাহি,
নানা শাস্ত্রে আঁখি বুলাইয়ে ;
অন্ধ বিশ্বাস ভাল,
মনবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল,
প্রেম ভক্তি আশ্রয় লভিয়ে।

২৩।৭।২৪

ইমন কল্যাণ—একতালা ।

ঐ দেখ উঠেছে ঐ সাম্যের নিশান
সাম্য-বেদের সাম্য-মন্ত্র করে সবে গান ।
হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখ, খৃষ্ট মুসলমান
শৈব শাক্ত বৈষ্ণব দ্বৈত, অদ্বৈত প্রধান,
ছুটিছে অনন্তের পানে হয়ে এক প্রাণ
কালের শেষে করে সবে সত্যের সন্ধান ।
বাজিছে আনন্দ ভেরী জাগিতেছে প্রাণ,
একই সুরে সবে মিলে গাচ্ছে আজি গান ।
সবার প্রাণে এক আশা, এক লক্ষ্য স্থান
বন্যা-স্রোতে যাচ্ছে আজি নূতন অভিযান ।
রাজনীতির ধর্ম্মনীতির অপূর্ব্ব মিলন,
অহিংসা অসহযোগ নিমিত্ত কারণ ।
তাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছা মঙ্গল বিধান
তাঁহারই এ আবাহন বুঝে কয়জন ।

১৩।৭।২৪

ইমন-ভূপালী—দাদ্‌রা।

শত্রু আমার 'মাতার ঠাকুর', বড় ভালবাসি
বন্ধুর চেয়ে শত্রু আমার, পরম হিতৈষী।
বন্ধু আমার দেখলে দোষ, আঁখি মুদে রয়,
শত্রু দোষের একটু পেলে, প্রমাদ ঘটায়।
বিনা বেতনের চাকর সে—খাটে দিন-রাত্তি,
আপন কাজের হানি করে' ফেরে পাটি-পাটি।
যখন আমি চলি পথে, একটু এঁকে-বেঁকে,
বেত্রাঘাতে সোজা ক'রে দেয় গো তোমার দিকে
এমন বন্ধু আর কে আছে, এমন বিশ্বাসী
তাইতে আমি ধরার মাঝে, শত্রু ভালবাসি।

ইমনপূরবী—কাহারবা।

যাচ্ছে সবে মহাসমারোহে, ভবনদীর ঘাটে,
কেউবা বেগে, ঘোড়া চ'ড়ে, কেউবা পায়ে হেঁটে ;
কেউবা গাড়ী করে ভাড়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছোটে,
কেউবা ধনী অভিমানী, যায় হাতীর পিঠে।
কেউবা অন্ধ যাচ্ছে মন্দ, যষ্টি ল'য়ে হাতে,
কেউবা যায় ভিন্ন যানে, নিজ-নিজের পথে।
কেউবা দিয়ে বেশী ভাড়া, প্রথম শ্রেণী চড়ে,
কেউবা যায় দ্বিতীয়তে, কেউবা তৃতীয়ে পড়ে।
কারো সঙ্গে আছে চাকর, হাতী ঘোড়াগাড়ী
কারো সঙ্গে ঘর-সংসার, যতেক নাতি দাদী।
কারো সঙ্গে বাক্স-পেড়া, হাতে বাঁধা ঘড়ি,
সেজে-গুজে যাচ্ছেন যেন, নিজ শ্বশুরবাড়ী।
কারো সাথে এক কম্বল, আছে লোটা-দড়ী,
কেউবা নাগা নেংটা যোগী, নাইক 'কানা কড়ি'।
কত দ্বন্দ্ব কত বিবাদ, আপনি পথে জুটে
কত দাঙ্গা হাত-পা ভাঙ্গা, কতই মাথা ফাটে।

খেয়ার নেয়ে শক্ত ভারি, অবাক সবে দেখে,
অহংকারীর দর্প-চূর্ণ, নাহিক বাক্ মুখে।
ধর্ম্মকাঠে বাঁধা জাহাজ, সবাই যেতে পারে,
বিশ্বাসের পাল চড়ান—শীঘ্র নে'যায় তীরে।
নেয় না কিছু, কোন সাথী, একলা যেতে হয়,
নিলে পরে জাহাজ সহ, অমনি ডুবে যায়।
একে একে নাগা ফকির, উঠে জাহাজ পরে,
তাদের দেখে একে একে, সবাই সাথী ছাড়ে।
সঙ্গিগণের কান্না-কাটি, নাইক শুনে কানে,
আপন লয়ে ব্যস্ত সবে, নাইক মায়া প্রাণে।
এতদিনে মিটে সবার, বেড়া জালের আগি,
ভোগ-ইচ্ছা পলায় দূরে, সবাই হয় ত্যাগী।
(তখন) একই সত্য এক ধর্ম্ম, সবার চোখে পড়ে,
সীমার বেড়া ভেঙ্গে দিয়ে, অসীমে গিয়ে ধরে।
প্রাণের মাঝে সাম্য ভাব, তখন জেগে উঠে,
ভায়ে ভায়ে ঝগড়া-দ্বন্দ্ব, সকলি যায় মিটে।

আয়রে তোরা কে রে যাবি, ভবনদীর তটে,
দয়াল মাঝি বসে আছে, তোদের জন্য ঘাটে।

১৬।৭।২৪

দাদরী — ভৈরব।

গৌড়ী—একতালা।

সন্ধ্যাকালে বাজায় ডঙ্কা, দেবালয়ে বাজায় ঘণ্টা,
ঘরে ঘরে শঙ্খের ধ্বনি, মস্‌জিদে আজান-বাণী,
যাচ্চে আওয়াজ তোমার পানে।
মুনি-ঋষির বেদগান, গির্জ্জা-ঘরে শামগান,
মৌলভীর কোরাণ-পাঠ, ব্রাহ্মণের ঐ চণ্ডী-পাঠ,
যাচ্চে আওয়াজ তোমার পানে।
বৈষ্ণবের ঐ ভক্তিগান, রামভক্তের রামনাম,
বৌদ্ধগণের মন্ত্রপাঠ, আকালির অগণ্ড পাঠ
যাচ্চে আওয়াজ তোমার পানে।
সুসভ্যের ঐ লয় মান, অসভ্যের জঙ্গ্‌লী গান,
মূকজনের প্রাণ-কথা, দীন-হীন করুণগাথা,
যাচ্চে আওয়াজ তোমার পানে।
কাননের ভিতরে থাকি, গাচ্চে যে গান পশু-পাখী,
ধরার পরে জীবজন্তু, নদীর গর্ভে জলজন্তু,
যাচ্চে আওয়াজ তোমার পানে।

সকলের হৃদয়ে থাকি, শুন তুমি কোনটা বাকী,
তোমায় কেবা দেবে ফাঁকি, প্রাণের কথা চেপে রাখি;
জানিছ সবই আপন মনে।
আমার ভাঙ্গা বীণার তান, আমার একতারার গান,
আমার প্রাণের মর্ম্মব্যথা, আমার যত গোপন কথা,
পশবে না কি তোমার কানে?

২১।৭।২৪

শাম = Psalm.

হাম্বীর—তেতালা।

যদি চাহ ওরে মন, পেতে পরিত্রাণ,
কূটস্থ হইয়ে কর, কঠোর সাধন।
বাঁধবে সাধন গুটি, জ্ঞান-তরু-শাখে ;
ভক্তিপ্রেমে কাটি' সুতা, জড়াও তাহাতে,
ধীরে ধীরে স্থূল করে, সুতার দিবার ;
তার মধ্যে সমাধিস্থ, রহ অনিবার।
সাধন সমাপ্তি হ'লে পাবে দুই পাখা,
আত্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান, তাহে নাম লেখা।
উড়ে যাবে গুটি কেটে, যথা মোক্ষধাম,
চির শান্তি চিরানন্দ, আছে অবিরাম॥

২১৭।২৮

কাফি-সিন্ধু—একতালা।

রজনীর শেষে, ছিলাম ঘুমায়ে
কে আসি ডাকিল মোরে।
মধুর স্বরেতে, কে তুই জাগালি,
বসিয়ে গবাক্ষ-দ্বারে।
তোর মুখে শুনি, তাঁহার বারতা,
ব্যাকুল হইল প্রাণ।
ব'লে দেরে পাখী, কোথা সে আমার,
যে তোরে শিখালে গান।
তোমার পাখায় রয়েছে লিখিত,
আমার বঁধুর নাম।
তোমার ডানায়, রয়েছে লুকায়ে,
তাঁহার হৃদয়-খান।
তোমার ভাষায়, রয়েছে মিশায়ে,
আমার সখার বাণী।
তোমার চোখেতে, দেখেছি চকিতে
তাহার নয়ন-মণি।

আর কেন পাখী, থাক ওহে দূরে,
এস হে আমার ঘরে।
পাখা-দুটি তব, দাও হে বারেক,
উড়িতে বঁধুর তরে।

২২।৪।২৪

কাফি সিন্ধু—খং। (১৪ মাত্রা)

বৃথায় যায় রে জীবন,—
কেমনে হইবি ত্রাণ, ভাবিলি না একদিন।
মোহের আবেগে পড়ে, মায়া-ফাঁস গলে ধরে,'
রহিলি আপন ভুলে, হয়ে অতি জ্ঞানহীন।
দারা-সুত-পরিবার, কেবা কার কে তোমার ?
যার জন্য খেটে খেটে, শরীর করিলি ক্ষীণ।
কত মিথ্যা-প্রবঞ্চনা, কত অনিষ্ট-সাধনা,
করিলি কাহার তরে, পাপেতে হয়ে মলিন।
আপন আপন করি,' পরধন অপহরি',
ঘটালি অনর্থ কত, সঞ্চিতে অনিত্য ধন।
কতদিন এই ভাবে, বল তুমি পড়ে রবে,
অজ্ঞান-তিমির মাঝে, দিতে নিজে বলিদান।
সদানন্দ বলে শুন, এখন হিত বচন,
ছাড়রে অনিত্য মায়া, বৃথা মান-অভিমান।

অতি দীন হীন হয়ে, তাহার শরণ লয়ে,
অনুতাপে দগ্ধ কর, মলিন পঙ্কিল মন।

ছায়ানট—ঝাঁপতাল।

জাগরে আজি ব্রহ্মবিশ্বাসী নরনারী,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে দেখ, পাপতাপহারী।
মহামন্ত্রে মহাদীক্ষা, লয়েছ রে সবে,
সাধনা তাহার বল, করিবে কে কবে?
সমাজে লিখালে নাম, নাহি হয় ব্রাহ্ম,
ব্রহ্মের সাধনা বিনা নাহি হয় ধর্ম্ম।
বিলাসের কৃতদাস, স্বার্থে অন্ধ হয়ে,
বাসনা-প্রবল-স্রোতে, যেতেছ ভাসিয়ে।
অহঙ্কারে মত্ত সদা, জ্ঞানী-পরিচয়ে,
ব্রহ্মজ্ঞান লেশমাত্র, নাহিক হৃদয়ে।
কত সাধনার ফলে, লভি' ব্রহ্মজ্ঞান,
পেয়েছিল ব্রহ্মনাম, মুনি-ঋষিগণ।
অনায়াসে পেতে তুমি, চাহ সেই মান,
সাধন-ভজন বিনা, পেতে মোক্ষধাম?

হায়রে দুরাশা কিবা, করিছ পোষণ,

একবার নাহি ভাব, ওহে ব্রাহ্মগণ।

সদানন্দ বলে শুন, ব্রাহ্মনামধারী,

নামের সার্থক কর, ব্রহ্মলাভ করি।

২৪।৭।২৭

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরী।

নিতি-দিন তোমারে ভুলিয়ে থাকি,
তাই এত দুখ পাই হে,
তোমারে দেখিলে আঁখি মুদে রাখি,
তাই তোমা হারা হই হে।
সংসার-সাগরে করিয়া বসতি,
হয়েছে আমার কতই দুর্গতি,
কালের সহিত সদাই সঙ্গতি,
শোকে তাপে ভেসে যাই হে।
স্বার্থ-অন্ধকূপে রয়েছি পড়িয়ে,
স্বার্থচিন্তা সদা হৃদয়ে ধরিয়ে,
স্বার্থ হেতু পাপে মলিন হইয়ে,
তোমারে ভুলিয়ে যাই হে।
মায়ার জালেতে বদ্ধ রাত-দিন,
মোহের বন্ধন অতীব কঠিন,
বাসনা-কামনা ত্রাসে অনুদিন,
কতই যাতনা পাই হে।

অহঙ্কারে মত্ত হয়ে অভিমানী,
অনিত্য লাগিয়ে ফিরি দিন-যামী,
ভোগ-লালসার হয়ে অনুগামী,
অশান্তি-সাগরে ডুবি হে।
চির শান্তি ল'য়ে এস শান্তিদাতা,
ঘুচাও বন্ধন—যত মর্ম্ম-ব্যথা,
বাঁচাও আমারে ওহে বিশ্বপাতা,
তোমারে মিনতি করি হে।

২৫।৭।২৪

কামোদ—একতালা।

ওরে ওরে কুহকিনী আশা
কেনরে পশিলি হৃদয়ে।
ছলনার ফাঁদে পাড়িয়ে
রাখিলি আমারে ভুলায়ে।
ছিলাম আমি মনের হরষে,
তার বিমল কিরণ পরশে,
জুটিলি তুই কোথা হ'তে এসে,
বসিলি আমারে বেড়িয়ে।
সকল আনন্দ ফুরালি মোর,
চিত্ত চঞ্চল ঘটালি ঘোর,
'শনির দৃষ্টি' পড়িয়া তোর,
গেলরে সকল উড়িয়ে।
দিলি রে আমারে করিয়া অন্ধ,
বাঁধিলি শকত মোহের বন্ধ,
এতেই কি তোর এতই আনন্দ,
আমারে বিপদে ফেলিয়ে।

চরণ ধরিয়ে করিগো মিনতি,
এখনও মোরে দাও অব্যাহতি,
কেশে ধরে আজি টানিছে নিয়তি,
দাও গো আমারে ছাড়িয়ে।

২৩।৭।২০

ভূপালি—একতালা।

চক্ষু তোমারে না পারে দেখিতে,
বাক্য তোমারে না পারে বর্ণিতে,
মন তোমারে না পারে মনিতে,
তুমি হে অসীম তুমি হে মহান্।

জ্ঞান তোমারে না পারে বুঝিতে,
ধ্যান তোমারে না পারে ধ্যায়িতে,
চিন্তা তোমারে না পারে ভাবিতে,
তুমি হে অসীম তুমি হে মহান্।

জরা তোমারে না পারে জারিতে,
ব্যাধি তোমারে না পারে ব্যাধিতে,
মৃত্যু তোমারে না পারে ত্রাসিতে,
তুমি হে অসীম তুমি হে মহান্।

শব্দ তোমারে না পারে আগুতে,
স্পর্শ তোমারে না পারে স্পর্শিতে,
গন্ধ তোমারে না পারে বাসিতে,
তুমি হে অসীম তুমি হে মহান্।

কল্পনা তোমারে না পারে কল্পিতে,
সাধনা তোমারে না পারে সাধিতে,
ধারণা তোমারে না পারে ধরিতে,
তুমি হে অসীম তুমি হে মহান্।

বেদ তোমারে না পারে বেদিতে,
সীমা তোমারে না পারে বাঁধিতে,
অন্ত তোমারে না পারে রোধিতে,
তুমি হে অসীম তুমি হে মহান্।

পুরাণ তোমারে না পারে গাইতে,
কুরাণ তোমারে না পারে বুঝাতে,
ইঞ্জিল তোমারে না পারে জানাতে,
তুমি হে অসীম তুমি হে মহান্।

সূত্র তোমারে না পারে ঘোষিতে,
জিন তোমারে না পারে ভনিতে,
আভেস্তা তোমারে না পারে ভাসিতে,
তুমি হে অসীম তুমি হে মহান্।

মন্দির তোমারে না পারে লুকাতে,
মস্‌জিদ তোমারে না পারে দেখাতে,
গির্জ্জা তোমারে না পারে ধরিতে,
তুমি হে অসীম তুমি হে মহান্‌।

৫।৮।২৪

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

অশব্দ অস্পর্শ তুমি অরূপ অব্যয় হে,
অনাদি অনন্ত নাথ অগম্য অপার হে,
নিত্যসত্য শুদ্ধবুদ্ধ পাপপুণ্য-হীন হে,
জ্ঞানাতীত বাগতীত, ধারণা অতীত হে।
সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম তুমি, জগতব্যাপক হে,
নিরাকার নির্ব্বিকার, অজর অমর হে,
অচক্ষু অশ্রোত্র তুমি, অদেহ অস্নেহ হে,
বিশ্বকর্ত্তা বিশ্ববেত্তা, সর্ব্বজ্ঞ সজ্ঞান হে।
চৈতন্যস্বরূপ তুমি, জ্ঞানের আধার হে,
নিরবদ্য নিরঞ্জন, নিষ্কল নিষ্ক্রিয় হে,
নির্লিপ্ত নির্গুণ তুমি, সদা দীপ্যমান হে,
সত্যকাম সত্যনিষ্ঠ, রস-গন্ধহীন হে।
আনন্দ অমৃতময়, সকল আশ্রয় হে,
সর্ব্বভূত-আত্মা তুমি, জগতের সাক্ষী হে,
অজাত অশত্রু তুমি, সকলের প্রাণ হে,
জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম, নিরালম্বমীশ হে।

মুক্তিপথ-সেতু তুমি, ভবনদী-ভেলা হে,
হিরণ্ময় পরে কোষে, সতত বিরাজ হে,
অগতির গতি তুমি, পাবনের পাবন হে,
শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠ তুমি, সকল নিয়ন্তা হে।
সদানন্দ যাচে আজি, তোমার শরণ হে
ভক্তি প্রেম দাও জ্ঞান, তোমারে পূজিতে হে।

৬৮২১

ইমন—তেতালা।

সাধো! চল চল ভবনদী পার,
ফুকারত হরি, খেবনবিহারী,
লগা হ্যায় তরী, লখ ঘাট পর।
দিবস গমায়া, সাঁজ সমায়া,
দিসত নাহিরে, আবত আঁধার।
ছোড় দে ব্যাপারা, ঝুটা কারবারা,
বাঁধরে গাঁঠরা, হোব হুসিয়ার॥

খেবনবিহারী—মাঝি।
লখ—দেখ।
আঁধার—মৃত্যু।

খাম্বাজ—একতালা।

জাগরে জাগ আজি ভারতসন্ততিগণ
শুনরে শুনরে ঐ দেবতার আবাহন।
কত ঋষি মহাঋষিগণ,
করিয়া আজীবন সাধন,
করেছিল ভারতে ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ।
উচ্চ চূড়া যার একদিন,
হিমাদ্রিশিখরে করে' হান,
অখিল জগত ব্যাপিয়ে ছিল দৃশ্যমান।
স্বার্থ আর পাপের বহ্নিতে
পরিণত-প্রায় ভস্মরাশিতে,
এখনও রয়েছ সবে মোহে অচেতন।
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত ঐ বাণী,
সুপ্তদেশ-জাগরণী বাণী,
আজি কম্পিত বিকম্পিত করিছে গগন।

উঠ উঠ জাগ জাগ সবে,

নিবাও এ প্রচণ্ড আহবে,

বাঁচাও রে পূরব কান্তি করি প্রাণপণ ॥

১।৯।২৪

নিসাসাগ—ঝাঁপতাল।

ভকতি-সরযূ-তীরে, হৃদয়-অযোধ্যাপুরে,
বসতি মম রাজারাণী সীতারাম রে।
সীতা মম জনমভূমি, রাম মম হৃদয়স্বামী,
মম সীতাপতে বিশ্বপতি ভগবান রে।
জ্ঞান-সুমিত্রাসুত, সদা রাম-অনুগত,
আজি বিশ্ব-ধর্ম্মছত্র ধরতি আপন রে।
তত্ত্বজ্ঞান হনুমান, আত্মজ্ঞান বিভীষণ,
সতর্ক প্রহরীদ্বয় করতি রক্ষণ রে।
সাধনা-তাপসভূমে, বিবেক-বাল্মীকি মুনি,
গীয়তে ধর্ম্ম-কর্ম্মযোগ রামায়ণ রে।
গাও সীতা সীতারাম, রামসীতা সীতারাম,
স্বদেশ স্বধর্ম্ম পূজা করসি সমাপন রে॥

১৪।১।২৪

খট—ঝাঁপতাল।

কি আনন্দ জাগিল আজি ধরণী মাঝারে।
আনন্দের বন্যা আসি পশিল হৃদয়ে রে।
সিক্ত করিল মম অণু পরমাণু,
ডুবাইল মন-প্রাণ, অবশ করিল তনু,
এ আনন্দের সীমা নাহি অখিল সংসারে

ভৈরবী—একতালা।

দীন্ত জাতাহৈ জী মেরা বিরথা জীবনস্বামী রে।
তুম সে লাগা প্রীতি নাহী জান অন্তর্যামীরে,
জীবন খোয়া হোকে ক্রোধী লোভী কামীরে,
ভোগী হোকে রোগ কমায়া তোভি মে হুঁ দম্ভী রে
আও স্বামী কাট মেরী পাপোকেরী দুণ্ডারে। *

কলিঙ্গড়া— ঠুংরী।

নাম তেরা হি জপনা (প্রভুজী) নাম তেরাহি জপনা।
নাম সুমির তব দীনসখাহে, তরিগয়ে দুষ্টজনা।
কৌন তেরা সা হৃদয়বিহারী, যাকো হমে ভজনা।
ভক্তন কে তুম সঙ্কট কাটো, পড়ে যো তব চরণা।
তুমসা জগমে পরম দয়ালু, নাহি হমে মিলনা। *

* পণ্ডিত লছমনপ্রসাদ।